



‘জাতি হিসেবে পিছু হটতে শুরু করেছি, কোথায় শেষ হবে জানি না’

হাসান আজিজুল হক

কথা সাহিত্যিক

প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক। ২৪ আগস্ট ক্যাম্পাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সচেতন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে শিবির ক্যাডাররা তাকে কেটে বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। এই ঘটনা ও দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তিনি কথা বলেছেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন অর্পূর্ব কুমার

সাপ্তাহিক ২০০০ : ২৪ আগস্ট সচেতন ছাত্রছাত্রীর ব্যানারে ছাত্র শিবিরের নেতা-কর্মীরা আপনাকে কেটে বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। এ বিষয়ে আপনার অভিব্যক্তি কী?

প্রফেসর হাসান আজিজুল হক : মূল ঘটনা ঘটেছে ২১ আগস্টের সেমিনারে। সেমিনারের বিষয় ছিল সেকুলারিজম : রাষ্ট্র ও শিক্ষা। সেই সেমিনারে আমি বক্তব্য রেখেছিলাম। এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন আমাকে হুমকি দেয়। যেদিন হুমকি দেয় সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। ২৪ তারিখ সন্ধ্যা বেলায় নয়টা দিগন্তের একটা খবর আমার চোখে পড়েছিল। কয়েকটা বাক্য চোখে পড়ার পর আমি আর সেটি পড়িনি। এটুকু পড়েই আমি আঁচ করতে পেরেছিলাম কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। ২৪ তারিখ সন্ধ্যাতেই অজস্র টেলিফোন পাই। আর প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকেও জানতে পারি যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তোলপাড় হচ্ছে। ছাত্রশিবির নেতারা নাকি আমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছে। তারপর তারা প্রতিবাদ সভা করছে, আমার কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে। পরের দিন প্রায় সব জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ চোখে পড়ে। সেখানে কত লোক ছিল তা কাগজে এসেছে। এ থেকে আমার মনে হয়, আগে থেকেই কোনো কর্মসূচি নেয়া ছিল। কারণ আমার অবস্থান বরাবরই পরিষ্কার। আমার অবস্থানে থেকে তো চিরকালই কথা বলে এসেছি। দেশের বাইরেও বলি। এদিনের সভাটি ছিল সুশৃঙ্খল। সভার মধ্যে এ জাতীয় কোনো প্রসঙ্গই ছিল না। অনেক প্রশ্ন ছিল সেসব প্রশ্নের উত্তর দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মুক্ত আলোচনা সভা দেয়া হয়েছিল,

যাতে সবাই নিজস্ব মত প্রকাশ করতে পারে। ২০০০ : সেমিনারের আপনার বক্তব্য কি ছিলো?

হাসান আজিজুল হক : সেমিনারের বিষয় ছিল ‘সেকুলারিজম : রাষ্ট্র ও শিক্ষা’। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ নিয়ে আমরা সবাই ভাবতে চাই। পক্ষ বা বিপক্ষ অবলম্বন করার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বিশদভাবে দেখা। আমাদের অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে বিষয়গুলো ঢুকেছে এখন মনে হচ্ছে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে যাবে। এতে পুরো জাতিরই ক্ষতি হবে। আমরা বর্তমান পৃথিবীতে অনুপযুক্ত এবং ব্যর্থ জাতিতে পরিণত হবো। এটা আমি এখনও মনে করি, যা বরাবরই বলে আসছি।

২০০০ : আপনি বলছেন, পত্রিকায় বিশেষ একটি গোষ্ঠী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তথ্য বিকৃত করেছে— আসলে তাদের লক্ষ্য কী?

হাসান আজিজুল হক : সে বিষয়ে আমি কি বলবো? আমিই বরং জিজ্ঞেস করবো, কী তারা করতে চাইছে ভাবুন। আমি এটুকু বলতে পারি, তারা কণ্ঠরোধ করতে চাইছে। অর্থাৎ তুমি মুক্তবুদ্ধি চর্চা করতে পারবে না। এদিকে একটা সমাজে যখন মুক্তবুদ্ধির জয়গাটি শূন্য হয়ে যায়, তখন শূন্যটি কুসংস্কার, অন্ধত্ব এবং ধর্মান্ধতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন সমাজ পিছিয়ে পড়বে। বাইরের লোকেরা আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হলে বলছে। আমরা জাতি হিসেবে ঠিকই পিছু হটতে শুরু করেছি। এই পিছু হটা কোথায় গিয়ে শেষ হবে জানি না। সেজন্য আমি বলেছিলাম, যারা এভাবে মুক্তবুদ্ধির পথ বন্ধ করতে চাইছে, তারা এরকম করেই কণ্ঠরোধ করতে চাইছে।

২০০০ : তারা এই সময়টা কেন বেছে

নিলো?

হাসান আজিজুল হক : এ সময় এটা কেন হলো? ফাজিল ও কামিলকে ডিগ্রি ও অনার্সের সমমান করে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। আমি মনে করি, এটা করে দেয়ার পদ্ধতিটি পুরোপুরি অগণতান্ত্রিক। কেননা, শিক্ষাব্যবস্থা তো ব্যক্তিগত কোনো ছোটখাটো ব্যাপার নয়। কারো কোনো পরামর্শ না নিয়ে এটি করা হয়েছে। অনেক দিন থেকেই আমি এটা আশঙ্কা করছিলাম।

২০০০ : কওমি মাদ্রাসা, ফাজিল ও কামিল নিয়ে সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপনি কি মনে করেন এটা কি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী করা হয়েছে?

হাসান আজিজুল হক : বিশেষ-ষণ করলে বহু সিদ্ধান্তে আসা যাবে। একেকজন একেক সিদ্ধান্তে আসতে পারে। আমি সেদিন বিস্তারিতভাবেই কথা বলেছি। ধর্ম, ধর্মের বোধ, ধর্মের চেতনা ব্যক্তিগতভাবে মানুষের জীবনে যে ভূমিকা, সেটা নিয়ে আমি কোনো কথাই বলিনি। সেটা নিয়ে বলার কোনো প্রয়োজনও নেই। সেখানে আমার কোনো বক্তব্যই নেই। আমি সেখানে ধর্ম, যে ধর্ম ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হয়, যে ক্ষমতা সরকারের সঙ্গে যুক্ত হয়, প্রশাসনে ব্যবহৃত হয়, যে ধর্ম জঙ্গি হয়ে ওঠে, নির্বিচারে নরহত্যা পর্যন্ত করতে দ্বিধা করে না, মানুষের সমাজটাই তখনই করে দেয়, আমি তার কথাই বলেছিলাম।

২০০০ : আপনাকে হত্যার হুমকি দেয়ার পর প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে কি?

হাসান আজিজুল হক : না, প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

২০০০ : আপনাকে হুমকি দেয়ার পর থানায় জিডি করেছিলেন। থানা থেকে কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে কি না?

হাসান আজিজুল হক : আমি জিডি করেছি ২৬ আগস্ট। না, থানা থেকে কোনো খোঁজ নেয়নি। এখন পর্যন্ত একজন কনস্টেবলও আমার বাড়িতে আসেনি।

২০০০ : হুমায়ূন আজাদের আগে কবি শামসুর রাহমানের ওপর হামলা হয়েছিল। হামলা হয়েছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক শিক্ষক প্রফেসর সনৎকুমার সাহার ওপর। আপনি কি মনে করছেন, তারা বিশেষ কোনো মিশন নিয়ে এগোচ্ছে?

হাসান আজিজুল হক : সেটি তো সূর্যের আলোর মতো পরিষ্কার। গোটা দেশের পরিস্থিতি ঘোলাটে করে তোলা, সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দেয়া, সমাজে অজস্র রক্তপাতের সূচনা করা, রাষ্ট্রশক্তি দখল করা। উদ্দেশ্য হতে পারে নানা রকম।